স্বপ্নভূক পৃথিবীর ভুল আদম

স্বপ্নভূক পৃথিবীর ভুল আদম

পল্লব নীলপ্রতোলী

স্বপ্নভূক পৃথিবীর ভুল আদম

পল্লব নীলপ্রতোলী

প্রকাশন

উ ৎ স র্গ

ময়না-কে
যে প্রতিদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গায়
যার ডাকে আমি জীবন ফিরে পাই প্রতিদিন

সূচি

মুখবন্ধ □ ০৭
নিখিলেশ নামে আমার কোনও বন্ধু নেই □ ০৯
অশ্রুর দামে রঙিন ফুল □ ১০
আসুন বড়ো কর্তা মিলেমিশে হত্যা করি □ ১২
এসো অমরত্বের পথে □ ১৪
জাতিস্মর □ ১৫
যদি দেখা না হতো তোমার সাথে □ ১৬
ভুল সময়ে □ ২১
অবাক হলাম কেনো □ ২২
বৃষ্টির জন্য কবিতা □ ২৪
চিত্রা একটি নদীর নাম □ ২৫
জীবন মানে কী □ ২৭
বাসন্তীরা □ ২৮
কোথায় যাবো আমি □ ৩০
মানুষ ঠকার শহর □ ৩১
জাতের খোঁজে □ ৩৩
যদি দেখা হতো তোমার সাথে □ ৩৫
তৃষ্ণার্ত □ ৩৭
ক্ষমা করো □ ৩৮
ভালোবাসার দ্বিধা দ্বন্দ্ব □ ৩৯
নতুন ভোরের অপেক্ষায় □ ৪০
ডুবে যাচ্ছি □ ৪৪
ফিরতে ইচ্ছে করে না □ ৪৬
ঘোরের মধ্যে বিয়াল্লিশ বসন্ত □ ৪৭
জাগবে মানুষ, জাগবেই □ ৪৮
ভালোবাসার জয় হোক □ ৫০
৫১ □ আছি বেশ
৫৩ □ বাস্তুহারার আর্তি
৫৫ □ সব কিছুই যদি
৫৭ □ আমার দুঃখ কে নেবে বলো?
৫৮ □ মানুষ মরে গেলে কি হয়?
৫৯ □ মিথ্যা ভরা দেশে!
৬০ □ লক্ষ কোটি বছর তোমায় স্বপ্নে দেখিনা
৬১ □ সত্য আজ নির্বাসনে!
৬৩ □ পুনজন্ম চাইনা আর
৬৪ □ যাকেই ভালোবাসি সেই দুঃখ হয়ে ফিরে আসে
৬৬ □ যদি খুঁজে পাই
৬৭ □ হারাবো তাই ভেবে কবিতা লিখি!
৬৮ □ পেতাম যদি পুনর্জন্ম
৭০ □ ভাসিয়ে দাও দুঃখগুলো!
৭১ □ একা থাকাই যখন জীবন!
৭২ □ বুক ভরে যায় কষ্টে আমার
৭২ □ হে জননী আমার
৭৩ □ তবুও বল দেখতে
৭৪ □ সবাই বদলে যায়!
৭৫ □ শুধু যদি মানুষ হতাম!
৭৭ □ ডুবে ডুবে বেঁচে উঠি!
৭৮ □ জীবন তরী, চলছে!
৮০ □ পরের জন্মে পাখি হবো

মুখবন্ধ

যান্ত্রিক সভ্যতার রোষানলে পড়ে সাহিত্যাকাশে যেখানে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মন্দাভাব, এমনি এক দুর্যোগময় পরিবেশে যে মানুষটি স্বীয় প্রতিভার বলে বলিয়ান হয়ে তার কবিতার মধ্য দিয়ে উচ্চ বংশীয় সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন; তিনি কবি পল্লব নীলপ্রতোলী। শূন্য দশকের এই কবির কবিতা মোটেও ভেজাল বা কৃত্রিমতার তৈরি নয়, এটা একেবারে প্রাকৃতিক শিশির স্নানে সিক্ত, আর চনমনে রোদের স্পর্শে উর্বর। তার কবিতার চরিত্রগুলো জীবনের নানা খেলায় মাতে, অনির্বাণ যৌনতা, খিদে, লোভ লালসা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ আর হাহাকারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। তথাকথিত সভ্য সমাজের চোখে যারা অস্পৃশ্য, তিনি তার দরদী হৃদয়ের সবটুকু রস নিংড়িয়ে সেই সব নিষিদ্ধ মানুষগুলোকে কবিতার উপজীব্য করেছেন। তিনি মানুষের ভিতরের মানুষটাকে বারবার খুঁজে ফিরেছেন।

মানুষ হবে মানুষের মত, মানুষ হবে পবিত্র, নিষ্ঠ এবং মানুষ হবে শ্রেষ্ঠ। তার প্রতিটি লেখায় মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, এই অমানুষের পৃথিবী মানুষের জন্য নয়। তাই তিনি বলেছেন স্বপ্নভূক পৃথিবীর ভুল আদম কাব্যগ্রন্থে; তিনি যে পৃথিবী দেখাতে চেয়েছেন সে পৃথিবী হবে অনন্য সুন্দর! সৌভাগ্যবশত কবি আমার বন্ধু, কবির নতুন কবিতার বইয়ের সাফল্যতা ও অগ্রিম শুভেচ্ছা, তার মত ধ্রুবতারা যদি সাহিত্যাকাশে বিচরণ করেন আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্য আকাশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে।

বি এ এম ওয়াহিদ মুরাদ (মিন্টু)
বি এ অনার্স(বাংলা) এম এ

নিখিলেশ নামে আমার কোনও বন্ধু নেই!

না, অমল কান্তি নামে
আমার কোনও বন্ধু নেই।
আমার কোনও বন্ধু কখনো
অমল কান্তির মতো রোদ্দুর হতে চায়নি!
বা নিখিলেশের মতো কোনও বন্ধু নেই আমার!
যার সাথে জীবন বদল করতে পারি।
আমার সব ধরনের বন্ধু ছিলো এবং আছে
কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল,
কেউ বড়ো অফিসের বড়ো কর্তা,
কেউ শিল্পী, কেউ রাজনীতিবিদ
এরকম কত শত পেশায় যুক্ত
বন্ধু ছিলো আমার;
আমিও হয়তো ছিলাম কারো বন্ধু
আছিও হয়তো অল্পস্বল্প।
কিন্তু জীবন বদল করার মতো
কোনও বন্ধু পাইনি এখনো!
আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি
একথা কাউকে বলতে পারিনি কোনোদিন,
বলতে পারিনি কাউকেই আয় বন্ধু
তোর সঙ্গে জীবন বদল করি!
এ জীবনে চলতে চলতে ক্লান্ত আমি
ভীষণ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পরেছি।
চারপাশে জমাট মিথ্যা, জমাট অন্ধকার
আমি একাকী ডুবে যাচ্ছি তীব্র অন্ধকারে!
আমি আসলে এভাবেই বেঁচে আছি
কারো সাথে জীবন বদল করা হলোনা আমার
অমল কান্তির মতো রোদ্দুর হতে পারলামনা!
যদিও আমি কখনো রোদ্দুর হতে চাইনি।।

অশ্রুর দামে রঙিন ফুল

মলিন মুখে মলিন হাতে
গুচ্ছ রঙিন ফুল
হরেক দামের হরেক রঙের
শিউলি আর বকুল।

ফুল লাগবে ফুল, ফুল লাগবে ফুল
নেন গো আপা, নেন গো ভায়া
পাইনি খেতে সকাল থেকে কোনও রকম খানা!
দুটো যদি বেচতে পারি
পেটে পড়বে দানা।

কেউ বলে যা ধুত্তোরি ছাই,
দূর-হ এখান থেকে!
সাত সকালেই মাটি হলো
অলক্ষুণে দেখে।

মলিন মুখে ঘুরে বেড়ায়
ফুল কুঁড়ানির দল,
ক্ষুধার জ্বালা বুঝবে কে তার
নাইকো ক্ষুধা যার!

এই শহরে দালান কোঠা
সারি সারি ওঠে,
কে বোঝে হায় ওদের জ্বালা
ক্ষুধা পেটে রেখে!

অশ্রু সজল আঁখি ভরা
অভিমানী মুখ,
মনের কথা কাকে বলে
কাকে দেখায় দুখ।

খোদা থাকেন সাত আসমানে,
শুভ্র সাদা মেঘে।
তার কী কোনও দায় পড়েছে
অনাহারীর খোঁজে।

তবুও তারা আকাশপানে
চেয়ে তোলে হাত,
খোদা রহিম-রহম করো
এই অনাহারীর সাথ।

তবুও খোদার পায়না দেখা
অনাহারীর দল!
আকাশপানে চেয়ে থাকে
ফুল কুঁড়ানির দল।

সবার জীবন রাঙিয়ে দিয়ে
চলে তাদের দিন,
ফুলের রাজ্যেও ওদের জীবন
বেদনা রঙিন।

আসুন বড়ো কর্তা মিলেমিশে হত্যা করি

আসুন বড়ো কর্তা মিলেমিশে হত্যা করি শিশুদের!
বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চোখ উপরাই,
মুখ থেঁতলে দিই,
নরম আঙুলগুলো পিশে দিই,
কঠিন কালো মহিষের চামড়ার বুটে।
আসুন জলপাই রঙের দানব গাড়ি
ঘুমন্ত শিশুদের উড়াই ধুলোর মতোন
বাতাসে মিলিয়ে দিই মূহুর্তেই ওদের আত্মা!
আর কোনো শিশু রাখবো না পৃথিবীতে
এই পণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শিশু হত্যায় মাতি আমরা!
এই শিশুদের দোষ অনেক,
তাদের পিতারা-ভাইয়েরা
দেশের জন্য, পতাকার জন্য
মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে রত ।
পশ্চিমতীরে — রাফায়, গাজায় ও রামাল্লায়;
অথবা আফ্রিকায়, না হয়
যে কোনো প্রান্তে পৃথিবীর।
তাতে কিছু যায়-আসে না,
চলুন বড়ো কর্তা
নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি
কোমলমতি শিশুদের উপর!
কান টানলেই যখন মাথা আসে;
তখন শিশুদের হত্যা করলে
ওদের পিতারা হবে দূর্বল ।
সাহসের স্তর পড়বে ভেঙে
মুহূর্তেই আমরা জয়ী হবো।
আসুন ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ,
আমাদের সমর্থন দিয়ে যান দিন-রাত

আমরা জয়ী হবো-ই হবো!
নিশ্চুপ পৃথিবী শুধু লোক দেখানো
বিবৃতি দিয়েই শেষ করবে দায়!
তাতেও আমাদের কিছু যায় আসবেনা ;
বড়ো কর্তা,
আপনার সমর্থন পেলে
কে রোধে আমাদের গতি!
আসুন বড়ো কর্তা,
পশ্চিমতীরে আসুন, না হয় সিরিয়ায়, অথবা লিবিয়ায়
আরব বসন্তের নামে আবারও আমরা
পৃথিবীময় আমাদের বিরোধী রাষ্ট্রনায়কদের
স্ব-মূলে উৎপাটন করি।
আসুন-ক্ষমতাধর রাষ্ট্র জোট বেঁধে
এক হয়ে লুটেপুটে নিয়ে সমৃদ্ধ হই,
মিলেমিশে হত্যা করি শিশু, বৃদ্ধ, আমজনতা!
আসুন বড়োকর্তা, মিলে মিশে হত্যা করি!

এসো অমরত্বের পথে

এসো আবার নতুন করে শুরু করি দিন
আবারও নতুনভাবে বেঁচে থাকি,
নতুন চোখে দেখি স্বপ্ন
পুরাতন অবয়বে।

এসো আবার দীর্ঘতম সৈকতে
জেলিফিশের মৃত্যু দেখে কাঁদি নতুন করে,
নতুন করে পাহাড় ডিঙাই তরুণ হয়ে!

এসো ভুলে যাই মরণের স্বাদ
মৃত্যু—সে তো তুচ্ছ, সবকিছু থেকে!
সে তো সত্য! তাকে সত্যের মতো থাকতে দাও।

এসো ভালোবাসি, ভালোবাসার মতো
বীজ বুনে যাই উর্বর ভূমিতে;
আহা! নতুন করে বাঁচি,
নতুনভাবে দেখি বুড়ো পৃথিবী।
জরাজীর্ণতা ধুয়ে ফেলে
এসো অমরত্বের স্বাদ নিই মন ভরে।

জাতিস্মর

আমার এক হাতে বিষের পেয়ালা
অন্য হাতে প্রেম!
আমি চুমুকে চুমুকে শেষ করি হেমলক
আর নীল হয়ে যাই প্রেমে।
খ্রীস্টপূর্ব থেকে আজ অব্দি
যত প্রেমিক এসেছে পৃথিবীতে,
যত প্রেম নিয়েছে জন্ম
যত ভেঙেছে হৃদয় মানুষের
আমি ততবার নিয়েছি জন্ম,
ততবার আমি নতুন রূপে!
নতুন ভাবে, নতুন প্রেমে!

আমি জাতিস্মর!
আমার হৃদয় ভেঙেছে বহুবার
বহুবার আমি মরেছি প্রেমে;
আকণ্ঠ হেমলক পানে
আমি নীলকণ্ঠ প্রতিবার।
আমার এক হাতে বিষের পেয়ালা
অন্য হাতে প্রেম!
আমি ভালোবাসি শুধু ভালোবাসি
জন্ম-জন্মান্তর ধরে পৃথিবীতেই
মানব প্রেমে!

যদি দেখা না হতো তোমার সাথে

যদি তোমার সাথে দেখা না হতো কখনো,
ভালোই হতো তাহলে।
কোনও ব্যথা, দুঃখ পেতাম না
এই এক জীবনে!
কোনও অশ্বত্থের তলায় বসে
হাত ধরতাম না কোনোদিন,
কাব্য করে বলতাম না কথা
দেখতাম না স্বপ্ন,
বলতাম না কপালের ঐ টিপটা
লাল হলে হতো ভালো।
কেউ দেখে ফেলার ভয়ে
রিকশার ছাদ উঠিয়ে
চঞ্চল চোখে রাস্তা দেখতাম না।

কখনো যদি দেখা না হতো
তোমার সাথে
ভালোই হতো তাহলে।
তোমার সজল নয়ন দেখতাম না,
হরিণ চোখের মায়া দেখতাম না,
জমাট কান্নার রমণী দেখতাম না,
শরীরের মায়াবী ঘ্রাণ পেতাম না,
হাতের আঙুল ছুঁতাম না,
আত্মার সাথে মিশে যেতে চাইতাম না,
কষ্টগুলো ভাগ করে নিতাম না।

ভালোই হতো দেখা না হলে
এক জীবনে একাই আমি,
একাই আমার সঙ্গী হতাম!
দুঃখ কষ্ট সব ছিলো যা-ই